



126444 - ‘খুলা’ তালাক্ব নয়; এমনকি সটো তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হলও

প্রশ্ন

আমার প্রশ্নটি ‘খুলা’ সংক্রান্ত। আমি একজন শাইখ ও দুইজন সাক্ষীর সামনে আমার স্বামীর সাথে খুলা করছি। ছয়মাস পরে আমরা সদিধান্ত নিয়েছি যে, আমরা একে অপরের কাছে ফরিে আসব নতুন একটি বিয়ের আকদরে মাধ্যমে। এর দুই বছর পর আমি নতুন করে আবার খুলা তলব করলাম এবং কার্যতঃ আমি সম্মতিও পলাম। কথা কাটাকাটির পর সএ আমাকে প্রতশ্রিতুত দিলি যএ, আমার সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং শিশুটির কারণে আমরা একে অপরের কাছে ফরিে আসা আবশ্যিক। আমার প্রশ্ন হলো: খুলা কি তালাক্ব হিসেবে গণ্য? অর্থাৎ আমার জন্য কি আর শুধু একটি তালাক্ব বাকী আছে? আমরা একে অপরের কাছে নতুনভাবে ফরিে যাওয়া কি জায়যে? আমরা একে অপরের কাছে ফরিে যাওয়ার পদ্ধতিটি কিমেন হবে? সটো কি নতুন একটি বিয়ের আকদরে মাধ্যমে। আশা করি আমাকে উপদশে ও দকি-নরিদশেনা দবিনে। আর যদি আপনারা আর কিছু জানতে চান তাহলে আশা করি আমাকে জানাবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

খুলা তালাক্ব হিসেবে গণ্য নয়; এমনকি যদি সটো তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হয় অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তবুও এটি তালাক্ব নয়। এর বসিতারতি ববিরণ নমিনরূপ:

১। যদি ‘খুলা’ তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে না হয় এবং এর দ্বারা তালাক্বরে নয়িত না করা হয়; তাহলে একদল আলমেরে নকিট এটি বিয়ের আকদকে বাতলিকরণ। এটা ইমাম শাফয়েরি পূর্বববর্তী অভমিত এবং হাম্বলি মাযহাবরে অভমিত। বিয়ের আকদকে বাতলিকরণরে ফলে এটি তালাক্ব হিসেবে গণ্য হবে না। তাই যএ ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে দুইবার খুলা করছে সএ নতুন একটি আকদরে মাধ্যমে পুনরায় স্ত্রীর কাছে ফরিতে পারে এবং এর কোনটি তালাক্ব হিসেবে গণ্য হবে না।

উদাহরণস্বরূপ: স্বামী বলল: আমি এই পরমাণ সম্পদরে শর্তে আমার স্ত্রীর সাথে খুলা করলাম কথিবা আমি এই শর্তে তার সাথে ববিহ বাতলি করলাম।

২। আর যদি ‘খুলা’ তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হয়; যমেন কটে বলল: আমি এই পরমাণ অর্থরে শর্তে আমার স্ত্রীকে তালাক্ব দলিাম। তাহলে অধিকাংশ আলমেরে মতে, সটে তালাক্ব। [দখুন: আল-মাওসুআ’ আল-ফকিহিয়া (১৯/২৩৭)]

আর কিছু আলমেরে মতে, এটিও বয়ি আকদ বাতলিকরণ। এটি তালাক্ব হিসেবে গণ্য হবে না; তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হলও। এই অভিমতটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এই অভিমতকে নরিবাচন করছেন। তিনি বলেন: এই মরমে ইমাম আহমাদরে ও তাঁর প্রবীণ ছাত্রদের সরাসরি ভাষ্য উদ্ধৃত হয়েছে। [দখুন: আল-ইনসাফ (৮/৩৯৩)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: কনিতু অগ্রগণ্য অভিমত হলো: এটি খুলা; তালাক্ব নয়। এমনকি যদি এটি সরাসরি তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হয় তবুও। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “তালাক হল দুই বার। এরপর (স্ত্রীকে) হয় যথোচিতভাবে ধরে রাখতে হবে, না হয় ভালোয় ভালোয় ছড়ে দিতে হবে।” [সূরা বাক্বারা, ২:২২৯] অর্থাৎ দুইবার সদিধানতটি আপনার হাতে; ধরে রাখবনে কথিবা ছড়ে দবিনে। “আর তোমরা তাদেরকে যা যা দিয়েছো তা থেকে কিছুই নিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বধৈ নয়; তবে যদি (স্বামী-স্ত্রী) দুজন আল্লাহর সীমারখো (বধান) ঠকি রাখতে না পারার আশঙ্কা করে তাহলে ভিন্ন কথা। তাই তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা দুজন আল্লাহর সীমারখো ঠকি রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী নজিকে মুক্ত করত (স্বামীকে) কিছু বনিমিয় দলি তাত দুজনের কারো পাপ হবে না।” [সূরা বাক্বারা, ২: ২২৯] সুতরাং এটি হলো অর্থরে বনিমিয়ে নজিকে মুক্ত করা। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে (তৃতীয় বারের মত) তালাক দিয়ে তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য বধৈ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য এক স্বামীকে বয়ি করে।” [সূরা বাক্বারা, ২: ২৩০] আমরা যদি খুলাকে তালাক্ব হিসেবে গণনা করতাম তাহলে “অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে” এটি চতুর্থ তালাক হয়ে যত। অথচ তা ইজমা (আলমেগণরে মতকৈযে)-র বপিরীত। কুরআনরে বাণী: “অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে” অর্থাৎ তৃতীয়বার। “তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য বধৈ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য এক স্বামীর সাথে সহবাস করে।” আয়াতরে প্রমাণ সুস্পষ্ট। এ কারণে ইবনে আব্বাসরে (রাঃ) অভিমত হলো: বনিমিয় নিয়ে প্রত্যকে যে বচিছদে সটোই খুলা; তালাক্ব নয়। এমনকি সেই বচিছদে যদি তালাক্ব শব্দ ব্যবহার করে করা হয় তবুও। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। [আল-শারহুল মুমতী (১২/৪৬৭-৪৭০) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন: প্রত্যকে যে বচিছদে বনিমিয় নিয়ে সটোই খুলা; এমনকি সটো যদি তালাক্ব শব্দ ব্যবহার করে করা হয় তবুও। উদাহরণস্বরূপ কটে বলল যে, আমি এক হাজার রিয়ালরে বনিমিয়ে আমার স্ত্রীকে তালাক্ব দলি। তখন আমরা বলব: এটি খুলা। এই অভিমত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যকে যাত বনিমিয় প্রবশে করছে সটো তালাক্ব নয়। আব্দুল্লাহ বনি ইমাম আহমাদ বলেন: খুলার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসরে যে অভিমত আমার পতিরও সেই অভিমত। অর্থাৎ যাই শব্দই হোক না কনে সটো বিবাহ বাতলিকরণ; এটি তালাক্ব হিসেবে গণ্য হবে না।

এর উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসয়ালা নরিভর করে। তা হলো: যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আলাদা আলাদাভাবে দুইবার তালাক্ব দিয়ে। এরপর তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে খুলা সম্পন্ন হয়; সক্ষেত্রে যারা তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে খুলা করাকে তালাক্ব মনে করনে তাদের দৃষ্টিতে তার স্ত্রীর বায়নে তালাক্ব হয়ে যাবে। অপর কোন স্বামীকে বয়ি করা ছাড়া তার জন্য বধৈ হবে না। আর যারা তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে খুলা করাকে বিবাহ বাতলিকরণ মনে করনে তাদের নকিট ইদ্দতকালীন সময়রে



মধ্যম নতুন একটি আকদরে মাধ্যম এই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা খুলা রজেসিট্রী করেন আমরা তাদেরকে উপদেশে দিই তারা যেন “এত এত অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়েছেন” এভাবে না লখেন। বরং তারা বলবেন: এত এত অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খুলা করছেন। কেননা আমাদের দেশের অধিকাংশ কাষী (বচিরক) এবং আমার ধারণায় অন্যান্য স্থানে কাষীরাও তালাক্ব শব্দে মাধ্যম সম্পাদিত খুলাকে তালাক্ব মনে করেন। যার ফলে মহিলাটি ক্ষতগ্রিস্ত হবেন। যদি সেই তালাক্বটি সর্বশেষ তালাক্ব হয় তাহলে স্ত্রী বায়নে (চুড়ান্তভাবে বচিছেদে) হয়ে যাবে। আর যদি সর্বশেষ তালাক্ব না হয় সক্ষেত্রেও এটাকে তালাক্ব হিসেবে গণনা করা হবে।[আল-শারহুল মুমতি (১২/৪৫০) থেকে সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আপনি যদি আপনার স্বামীর কাছে ফরি যেতে চান তাহলে নতুন একটি আকদ করা আবশ্যিক। আপনাদের ওপর তালাক্ব গণনা করা হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।